R. N. No. 2532/57 Ph. : 66228 (P.), 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP 214/2002

মার্বেল সেণ্টার
প্রযত্নে—উল ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা
(রাজা মার্কেট)
মার্বেল, গ্লেজড টালি, কাঁচ, প্লাই, পাম্প, মোটর, পাইপ ও SINTEX দরজা সরবরাহকারী
ফোন : ৬৬৩৯৯

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল-কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৯শ বর্ষ ২২শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৫ই কার্ত্তিক, বুধবার, ১৪০৯ সাল। ২৩শে অক্টোবর, ২০০২ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা বার্ষিক : ৫০ টাকা

ধুলিয়ান পুরপতির দ্বিচারিতা শারদ উৎসবকে কিছুটা ম্লান করলেও মহকুমায় পুজো এবার নির্বিঘ্নে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান পুর এলাকায় পুজো প্যান্ডেল, প্রতিমা ও মন্ডপে শৃংখলা বজায় রাখার জন্য পুরসভা থেকে নির্দিষ্ট পুজো কমিটিগুলোকে পুরস্কৃত করার একটা রেওয়াজ কয়েক বছর ধরে চলে আসছে। কিন্তু বর্তমান পুরপতি সওদাগর আলি আর্থিক দুরবস্থার কথা জানিয়ে সে নিয়ম এবার বাতিল করেন। যার ফলে পুজো উদ্যোক্তারা খানিকটা নিরাশ হন। অথচ পুরসভার টাকায় গাড়ী ভাড়া করে পুরপতি তাঁর অনুগামীদের নিয়ে ধুলিয়ান থেকে নিমতিতা পর্যন্ত অষ্টমী ও নবমী পর পর দু'দিন দুর্গা প্রতিমা দেখে ফুর্তি করেন। শুধু তাই নয়—দশমীর দিন বিদ্যুৎ পোলে মাইক লাগিয়ে সরকার নির্দেশিত ৬৫ ডেসিবেল 'শব্দসীমা'কে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে তারস্বরে পুরবাসীদের বিজয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা জানিয়ে ও মিষ্টির প্যাকেট বিলি করে পুরসভার আর্থিক দুরবস্থার প্রমাণ দেন পুরপতি। মহাপুজোয় পুরস্কারের পাঁচ হাজার টাকা দিতে আপত্তি থাকলেও পুরপিতার পক্ষপাতিত্বমূলক আর্থিক সহযোগিতার অনেক দৃষ্টান্ত পুরসভায় মজুত আছে বলে অনেকে অভিযোগ করেন। এছাড়া জঙ্গিপুর মহকুমায় দুর্গা পুজো এবার নির্বিঘ্নেই কাটলো। কোন বড় অঘটন (শেষ পৃষ্ঠায়)

পুজোর প্রাক্ মুহূর্তে গঙ্গা ভাঙনে আবার কিছু পরিবার গৃহহারা হলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : দুর্গা পুজোর মাস খানেক আগে থেকে পুনরায় সুতী-১ ব্লকের লবণচোয়া ও সৈয়দপুর গ্রামে ব্যাপকভাবে গঙ্গা ভাঙন শুরু হয়েছে। গত দু' বছরে গঙ্গার ভাঙনে ঐ এলাকার বেশ কয়েকটি বড় আম বাগান, বাঁশের ঝাড় ও বসতবাটী গঙ্গা গর্ভে চলে যায়। মাঝে কিছুদিন বন্ধ থাকার পর আবার ভাঙন শুরু হয়েছে বলে গ্রামবাসী সূত্রে জানা যায়। বেশ কিছু গৃহহীন পরিবার গাঙ্গিন ফরেস্টের ধারে ঘর বাড়ী করে বসবাস শুরু করেছেন। আরও জানা যায়, গঙ্গা ভাঙ্গন রোধে এলাকার মানুষ সংঘবদ্ধভাবে ব্লকে বিডিওর কাছে ডেপুটেশন দেবার পর বহরমপুর ইরিগেসন বিভাগ থেকে কয়েকজন ইঞ্জিনীয়ার ঘটনাস্থলে এসে ভাঙনের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে যান এই পর্যন্ত। ভাঙন প্রতিরোধে কোন কাজ এর মধ্যে আর হয়নি। হঠাৎ হঠাৎ ভাঙন শুরু হওয়ায় সীমান্ত এলাকা পর্যবেক্ষণের রাস্তাটিও ক্রমশঃ বিপর্যয়ের মুখে এসে দাঁড়াচ্ছে। বর্ধিষ্ণু গ্রাম লবণচোয়ার সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলো আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

৫-৬ হপ্তা বিড়ি বেঁধে শ্রমিকরা ১ হপ্তার মজুরী পাচ্ছেন বলে অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের কয়েকজন বিড়ি মুন্সীর পি এফের টাকা শ্রমিকদের কাছ থেকে কেটে নিয়েও সে টাকা কোম্পানীকে জমা না দিয়ে বা হিসেব-পত্র থেকে শ্রমিকদের সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে দেবার বেশ কিছু অভিযোগ এর আগে পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে। (শেষ পৃষ্ঠায়)

বহু টাকা ব্যয়ে হাইড্রেন তৈরী করেও জলনিকাশীর কোন উন্নতি হল না

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান পৌরসভার জল নিকাশীর উন্নতির জন্য ৩১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে হাই ড্রেন নির্মাণ করেও তা কোন কাজে লাগছে না। মাত্র একদিনের বৃষ্টিতেই হাইড্রেন উপচে পাশের এলাকা-গুলিতে জল ঢুকে মানুষের দুর্দশা বাড়িয়েছে। বিশেষ করে (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিড়ি শিল্পে সংকট থাকছেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় বিড়ি শিল্পে পি এফের ঝামেলা বাদেও নানা প্রতিকূলতার সৃষ্টি হয়েছে। দুর্গা পুজোর সময় স্বাভাবিক-ভাবে বিড়ি উৎপাদনেও একটা চাপ বরাবর থাকে। এবার তার বিপরীত চেহারা সর্বত্র। বাজারে মন্দাভাব দেখা দেয়ায় অনেক কোম্পানী সপ্তাহে দু' একটি উৎপাদন বন্ধ রাখতে বাধ্য (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিশেষ আকর্ষণ— ৪০০ থেকে ৭০০ টাকায় মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী

মির্জাপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান নিরঞ্জয় বাঘিড়া এণ্ড সন

(নিরঞ্জয় বাঘিড়া প্রথম ঘর) (প্রোঃ নিরঞ্জয় বাঘিড়া

সব রকমের সিল্ক শাড়ী, কাঁথাষ্টিচ, তসর ও কোড়া থান, কোরিয়াল, জামদানী, জোড় এবং ব্যাঙ্গালোরের মোহিনী বর্ডার শাড়ী পাইকারী দরেই খুচরো বিক্রী করা হয়। এছাড়া ১৭৫ থেকে ২০০ টাকার মধ্যে নানা ডিজাইনের চুড়িদার পাওয়া যাচ্ছে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : এসটিডি ০৩৪৮৩ / ৬২১২৯

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই কার্ত্তিক বুধবার, ১৪০৯ সাল।

৺বিজয়া

মহাপূজা সমাপ্ত। শক্তির জন্য এই মাতৃ-আরাধনা। রাবণবধের নিমিত্ত দেবীর অনুগ্রহ-শক্তি লাভের জন্য শ্রীরামচন্দ্র দেবীর অকালবোধন করেন এবং তাঁহার আরাধনা করিয়া তিনি রাক্ষসবধে সমর্থ হন।

স্মরণাতীতকালে বহির্ভারতে নানাস্থানে বিশেষতঃ ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহে মাতৃ-সাধনার ব্যবস্থা ছিল। মাতৃজাতির প্রতিষ্ঠা-স্থাপনে মানুষ যে উন্মুখ ছিল, ইহাতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

দেবীর আরাধনার মধ্য দিয়া অশুভ শক্তির বিনাশ এবং শুভশক্তির প্রতিষ্ঠা লক্ষিত হয়। যখনই অশুভ শক্তি আত্ম-প্রকাশ করে, তখন তাহার বিনাশের জন্য "দেবি, প্রপন্নার্তিহরে, প্রসীদ" বলিয়া শুভ-শক্তির উদ্বোধন ঘটান হয়। দেবতাদের এক এক শক্তি সম্মিলিত হইয়া যে মহাশক্তির আবির্ভাব হয়, তাহা একদিকে যেমন মানুষের আত্মিক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রেও প্রয়োজন। সমাজের সর্বপ্রকার পঙ্কিলতা দূর করিয়া সুস্থসবল সমাজ-জীবনের অনুভবে উন্নত জাতিগঠনের প্রয়াস পরি-লক্ষিত হয়। রাষ্ট্রের ব্যাপারে একই কথা। যে সব অশুভ দিক রাষ্ট্র পরিচালনার পরিপন্থী, তাহার বিনাশ অবশ্য কর্তব্য।

কিন্তু ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক দিক আজ নানাভাবে বিপর্যস্ত। এখন মানুষের মধ্যে অশুভ শক্তির প্রভাব চরম মাত্রায় লক্ষিত হইতেছে। দেশকে ভুলিয়া স্বস্বার্থ পূরণের তৎপরতা লক্ষণীয়। দেশের মধ্যে কত বিস্ফোরণ, কত হত্যা, কত নর-নারী অপহরণ, কত মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের গোপন পাচার চলিতেছে। যে ভারতে পুলিশ ও গোয়েন্দা দপ্তরের এক সময় যথেষ্ট সুনাম ছিল, সেখানে আজ বিভিন্ন ব্যর্থতায় দেশ ক্রমশঃ বিপদের দিকে আগাইতেছে। কাশ্মীরে বিদেশী অপহরণের উপযুক্ত সুরাহা অদ্যাপি হইল না। দক্ষিণভারতে জঙ্গলদস্যু খুশিমত মানুষ অপহরণ করিতেছে অথচ কোন প্রতিকারই হইতেছে না। দস্যুর শুভবুদ্ধির উদ্রেক করিতে আলাপ-আলোচনা দিনের পর দিন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতেছে। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নরহত্যা, বিস্ফোরণ ইত্যাদি ক্রমবর্দ্ধমান। চারিদিকের এই অগ্নিগর্ভ অবস্থার জন্য জনজীবন জেরবার হইতেছে। সরকার শক্তহাতে ইহার অবসান না ঘটাইলে অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে। শাসকপক্ষকে এইজন্য তৎপর হইতে হইবে।

আনুষ্ঠানিকভাবে শারদ-শুভেচ্ছা, দশেরা শুভকামনা দেশবাসীকে যাহা জ্ঞাপক করা হয়, তাহা যেন নিষ্প্রাণ ও অন্তঃসার-শূন্য মনে হয়। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য নিরাপত্তার আশ্বাস কোথায়? তাই অন্তর দিয়া মহাশক্তিকে উপলব্ধি করিতে হইবে এবং তদনুসারে শুভশক্তির জাগরণের জন্য আয়োজন করিতে হইবে।

৺বিজয়ার জন্য আমরা সকল রাজ-নৈতিক দল, শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নেতৃবৃন্দের প্রতি এই আবেদন রাখিতেছি: তাঁহারা জনজীবনের সুস্থতা ও নিরাপত্তার বিধান করুন। এই উপলক্ষে আমরা আমাদের পত্রিকার গ্রাহক, অনুগ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা, পাঠক এবং সর্বসাধারণকে ৺বিজয়ার অভিনন্দন জানাইতেছি এবং সকলের মঙ্গল কামনা করিতেছি।

ছুটি

কল্যাণকুমার পাল

ছুটি মানে আনন্দ। ছুটি মানে এক ঝলক ঝলমলে হাওয়া। ছুটি মানে প্রাণের আরাম। তাই সব ছুটি আসে খুশীর বার্তা নিয়ে। আর সেই ছুটি যদি শারদীয়ার হয়, তবে তো কথাই নেই। মনটা খুশীর আনন্দে ভরে যায়, মনের প্রাঙ্গণে ফুল ফোটে। আর কখন অজান্তে মনটা চলে যায় মেঘের ভেলায় চড়ে নীল আকাশের বুকে। রবি ঠাকুর তাই বলেছেন—"কি করি আজ ভেবে না পাই / পথ হারিয়ে কোন বনে যাই।"

সত্যি ছুটিতে পথ হারাতে নেই মানা। সময়ের তালে ছুটে বেড়াবার প্রয়োজন নেই। কাজের ব্যস্ততার জন্য "দাঁড়াবার সময় তো নেইই"—একথা তখন আমরা ভাবি না। অর্থাৎ ছুটি—আমরা যন্ত্রমানব থেকে কিছুদিনের নিষ্কৃতি পাই। কাজ করতে করতে যখন প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে, শরীর-মন অবসন্ন হয়ে ওঠে তখনই ছুটির জন্য মনটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মনটা সীমানা ছাড়িয়ে চলে যায় দূরে—অনেক দূরে—সাগরে কিংবা পাহাড়ে। ছুটি হলেই ছুটোপুটি শুরু হয়। ভ্রমণ পিপাসু মন উসখুস করে ওঠে। ছুটির ডানা মেলে ছোট্ট নীড় ফেলে উড়ে যেতে ইচ্ছে করে। কেউ বা আবার অলস মেজাজেই বাড়ীতে শুয়ে-বসেই ছুটি কাটিয়ে দেয়। দূরের যারা বাড়ী ফিরে আসে। ফলে ছুটিতে দেখা হয় প্রিয়জনদের সাথে। ঘুরে বেড়িয়ে খেলা করে, মাছ ধরে, বা গান করে ছুটি কাটিয়ে দেয়।

মোট কথা এক-একজন এক-এক ভাবে ছুটি কাটায়। রবীন্দ্রনাথ ছুটিতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শাস্ত্র চর্চা করতেন এবং ছবি আঁকতেন। বিশ্ব বিখ্যাত বিজ্ঞানী নিউটন বিজ্ঞানের জটিল জটিল তত্ত্ব ছেড়ে ইতিহাস পড়তে ভাল বাসতেন। ইতিহাসের অলিতে-গলিতে খুঁজে বেড়াতেন নুড়ি পাথর। সত্যেন বসু ছুটি পেলেই সখের বেহালাটা নিয়ে বসে পড়তেন। মনের আনন্দে বেহালার তারে সুর তুলতেন। আর তারাশঙ্কর ছুটির মধ্যে ডুবে থাকতেন ছবি আঁকায়।

ছুটির মধ্য থেকেই তাই আসল মানুষটাকে চেনা যায়। ছুটির মধ্য থেকেই শিশুমনটা বেরিয়ে আসে। ছুটি না হলে অনুভূতির গোলাপ ফুটত না—নদীর ঢেউ এর শব্দ অনুভব করা হেত না। ছুটি না হলে ভালো কবিতা—গান লেখা হত না। তাই ছুটি আমাদের অনেক আশা আর ভালবাসার স্বপ্ন নিয়ে আসে। ছুটি কবি-মনকে সৃষ্টির নেশায় পাগল করে দেয়। তাই ছুটি শুধু ছুটি নয়। ছুটির গর্ভেই সৃষ্টি হয় অনেক গল্প—কবিতা—গান আর ছবি। কখনও বা বিজ্ঞানের কোন নতুন তত্ত্ব। তাই ছুটি আসে রঙিন প্রজাপতির পাখনায় ভর দিয়ে, ভোরের পাখির গান গেয়ে। ছুটিতে কাজের কোন পিছুটান থাকে না—থাকে না বাস্তব জগতের কঠিন কঠোর গদ্যময় পৃথিবী। থাকে স্বপ্নময় রঙিন জগৎ আর থাকে এক মুঠো সোনালী রোদ্দুর ॥

সর্ব শিক্ষা অভিযান রথ উমরপুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা: অখিল ভারত প্রাথমিক শিক্ষক সংঘের সর্বশিক্ষা অভিযান রথ পত ৩ অক্টোবর ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের উমরপুরে এসে পেঁছিলে এখানে এক সভার আয়োজন করা হয়। এর অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন পঃ বঃ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য হিসাব পরীক্ষক জয়ন্তকুমার ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সভাপতি কৃষ্ণচন্দ্র দে ও প্রধান অতিথি ছিলেন প্রবীণ শিক্ষাবিদ্ মহঃ সোহরাব। সর্ব শিক্ষা অভিযানের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন অখিল ভারত শিক্ষক সংঘের সম্পাদক মহেন্দ্রপ্রসাদ সাহী, রাজ্য সম্পাদক অজিত হালদার প্রমুখ। তাঁরা বলেন—মুক্ত বুনিয়াদি শিক্ষা প্রত্যেক শিশুর মৌলিক অধিকার। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শেষ করেন জেলা সম্পাদক মর্তুজ আলি ও বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক মাহাতাব আলি।

পোলিও ভ্যাকসিন নিয়ে মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে—বললেন সাংসদ আবুল হাসনাৎ খান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৭ সেপ্টেম্বর ফরাক্কা নুরুল হাসান কলেজে 'সর্বশিক্ষা অভিযান' নিয়ে এক বিরাট আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফরাক্কা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মিতালী সাহা, প্রধান অতিথি ছিলেন জঙ্গিপুর লোকসভার সাংসদ আবুল হাসনাৎ খান, বিশেষ অতিথি ছিলেন ফরাক্কা বিধানসভার বিধায়ক মাইনুল হক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক কার্তিক সাহা, ফরাক্কা শিক্ষা চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক জহুরুল ইসলাম এবং জেলা প্রকল্প আধিকারিক আবদুর রউফ প্রমুখ। এছাড়া এলাকার বিভিন্ন প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পঞ্চায়েত সদস্যরা উপস্থিত থাকেন। উদ্বোধনী ভাষণে ফরাক্কার সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বলেন, ৫-১৪ বছর বয়সী সমস্ত শিশুকে শিক্ষার অঙ্গনে আনার নামই হল সর্বশিক্ষা অভিযান। প্রাথমিকে ডি পি ই পি-র যে কর্মসূচী ছিল তারই এটি বৃহত্তর রূপ। ডি পি ই পি এতদিন কেবলমাত্র কয়েকটি জেলাতে চলে। বর্তমানে সমস্ত রাজ্যে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে এবং অষ্টম মান পর্যন্ত শিক্ষাকে সার্বজনীন করার লক্ষ্যে এই অভিযান শুরু হচ্ছে, চলবে ২০১০ সাল পর্যন্ত। তবে এই অভিযান সফল করতে তৃণমূল স্তরে যাঁরা আছেন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য, প্রধান এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষিকাদের সহায়তা একান্ত কাম্য। সাংসদ আবুল হাসনাৎ খান বলেন, ফরাক্কা শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে পিছিয়ে আছে। এখানে শিক্ষার হার মাত্র ৩৯%। ৬১% মানুষকে এই ব্লকে শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব নিয়ে সর্বশিক্ষা অভিযান শুরু করতে হবে। শিক্ষার হার কম বলেই ফরাক্কা, সামসেরগঞ্জ, সুতী থানা এলাকার মুসলিম সমাজে পোলিও ভ্যাকসিন নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। সারা পৃথিবী যখন পোলিও মুক্ত করতে পেরেছে তখন আমরা ব্যর্থ হচ্ছি। এ আমাদের লজ্জা। বিধায়ক মাইনুল হক বলেন, মুসলিম সমাজের কিছু কিছু ইমাম বলে বেড়াচ্ছেন যে পোলিও ভ্যাকসিনে এমন কিছু ওষুধ মেশান আছে যা খেলে শিশু বড় হয়ে আর কখনো সন্তানের জনক হতে পারবে না। অর্থাৎ জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে মুসলিম জনসংখ্যা কমানোর চেষ্টা চলছে। মুষ্টিমেয় শিশুকে পোলিও ভ্যাকসিন খাওয়ানো যাচ্ছে না বলে বার বার এই প্রোগ্রাম নিতে হচ্ছে কোটি কোটি টাকা খরচ করে। তাই আমাদের মানসিকতা দূর না করলে এই সর্বশিক্ষা অভিযান সার্থক হবে না। জেলা হতে আগত আবদুর রউফ বলেন, সর্বশিক্ষা অভিযানে মোট খরচ হবে ১৯৬ কোটি টাকা। তারমধ্যে বিদ্যালয় গৃহ করার জন্য খরচ হবে শতকরা ৩৩ এবং বাকীটা খরচ হবে শিক্ষার উন্নয়ন খাতে। একটি শিশুও যাতে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় তা দেখতে হবে। হাই স্কুলগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের ভিড় কমানোর জন্য যেসব গ্রামে হাইস্কুল দূরে সেখানে অষ্টম মান পর্যন্ত স্কুল খোলা হবে এবং মাসিক ২/৩ হাজার টাকা চুক্তির ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। তিনি আরও জানান, জেলায় শিশু রেজিষ্টারের কাজ চলছে। কিছু দিনের মধ্যেই আমরা জানতে পারবো এখনো জেলায় কত শিশু শিক্ষার বাইরে আছে।

আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Modern History তে M. A. করি। B. A. Honours এবং Pass Course এর ইতিহাস পড়াই। তাছাড়া Class V to X এর Arts group ও Class XI-XII এর বাংলা, ইতিহাস পড়িয়ে থাকি। এই বিষয়গুলো পড়ানোর জন্য ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকেরা এই ঠিকানায় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

Anindita Sarkar (M. A., B. Ed)
C/o. Arun Kr. Sarkar (Advocate)
Location : Pakurtala, Raghunathganj
Phone No. : 66432

নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শারদ উৎসব উদ্‌যাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আন্দোলনের অন্যতম বিপ্লবী সুরেশচন্দ্র দে গ্রামীণ বিকাশ কেন্দ্র ও জঙ্গিপুর হিন্দু মিলন মন্দিরের যৌথ উদ্যোগে গত ১৯ অক্টোবর ত্রয়োদশীর দিন রঘুনাথগঞ্জ শ্মশানে ভারত সেবাশ্রম সংঘ প্রাঙ্গণে 'বাংলার ভাবনা ও শারদ উৎসব' নামে এক অনুষ্ঠান হয়ে গেল। এতে অঙ্কন, ক্যুইজ এবং রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরের শ্রেষ্ঠ তিন পুজো কমিটিকে মন্ডপ সজ্জা ও প্রতিমার জন্য পুরস্কৃত করা হয়। বিচারকদের সিদ্ধান্তে প্রথম জঙ্গিপুরের এস বি এস সি, দ্বিতীয় রঘুনাথগঞ্জ সার্বজনীন-তলা, যুগ্ম তৃতীয় রঘুনাথগঞ্জের ডায়মন্ড ক্লাব ও গোডাউন কলোনী পুজো কমিটি। ৫টি সাংস্কৃতিক বিভাগে ১৮ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়া বিজয়া দশমীর দিন দুঃস্থ ও প্রতিবন্ধীদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণও করা হয়।

রাজা মার্কেটে ঘর ভাড়া

রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলার রাজা মার্কেট-এ একতলা ও দোতলার ঘরগুলো ব্যবসার জন্য ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ করুন—
ফোন ঃ (০৩৪৮৩) ৬৬৫৬৩
সকাল ৯টা—১২টা, বিকেল ৪টা—৭টা
সরাসরি যোগাযোগ—মডার্ণ হোমিও সেন্টার
রাজা মার্কেট (দোতলা)

আম বাগান বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ শ্মশানের পশ্চিম দিকে এক একর বাইশ শতক পরিমাণ একটি আম বাগান বিক্রী আছে।
যোগাযোগের ঠিকানা—জ্যোতির্ময় রায়চৌধুরী
ডাক বাংলোর পিছনে, রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

বিজ্ঞপ্তি

ক্রেতা সচেতনতাই ক্রেতা সুরক্ষার একমাত্র উপায় (Consumer awarness is the only way to Consumer Protection) এই শিরোনামে মুর্শিদাবাদ জেলার সমস্ত কলেজ ও স্কুলের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে ছয়শত শব্দের মধ্যে ইংরাজী বা বাংলায় লিখিত রচনা প্রতিযোগিতার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। সুন্দর হস্তাক্ষরে ও ফুলস্ক্যাপ কাগজে দু'পাশে মার্জিন রেখে রচনা লিখতে হবে। একটি Selection Committee এর মাধ্যমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রথম স্থানাধিকারীর রচনা ডিসেম্বর ২০০২ এ রাজ্যস্তরে প্রতিযোগিতার জন্য পাঠানো হবে। রাজ্যস্তরে পুরস্কৃত রচনা, জাতীয় স্তরে প্রতিযোগিতার জন্য পাঠানো হবে। Selection Committee এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। রচনাগুলি ২০০২ এর ১৫ই নভেম্বর-এর মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় স্কুল বা কলেজের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার বা অধ্যক্ষ/অধ্যক্ষার মাধ্যমে নাম ঠিকানা উল্লেখ করে পাঠাতে হবে। বিশদ বিবরণের জন্য নিম্নোক্ত অফিসে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

9. 10. 02

D. K. Mandal
সহ-অধিকর্তা, কনজুমারস্ অ্যাফেয়ার্স এ্যান্ড
ফেয়ার বিজিনেস প্র্যাক্টিসেস
মুর্শিদাবাদ আঞ্চলিক অফিস, পঃ বঃ সরকার
ডাক বাংলো, রুম নং—৩
বহরমপুর টেক্সটাইল মোড়, মুর্শিদাবাদ

স্মারক নং ৫১৮ (৫)/তথ্য/মুর্শিঃ তাং ১১-১০-০২

চোলাই মদসহ ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘির মনিগ্রাম খাসমহল কাছারী বাড়ীতে সরকারী খাজনা আদায় উঠে যাওয়ায় ফাঁকা ঘরগুলোতে গ্রামের কিছু লোক বসবাস শুরু করে। ওদের মধ্যে একজন যাদব রাজমল্ল মাঠের ভাটী থেকে চোলাই মদ এনে ওখানে ব্যবসা শুরু করে। গত ১০ সেপ্টেম্বর কয়েকজন মদ্যপ ঐ এলাকার লোকেদের বাড়ীর টাল ভাঙচুর করলে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীরা সাগরদীঘি থানায় অভিযোগ করলে পুলিশ গ্রামে এসে যাদব রাজমল্লকে মদ সমেত গ্রেপ্তার করে। পরে কয়েকজন চোলাই মদ উৎপাদকের বাড়ী থেকেও প্রচুর মদ পুলিশ আটক করে। বালিয়া সংলগ্ন রামনগর গ্রামের এক চোলাই মদ বিক্রেতার বাড়ী থেকেও কয়েক জালা মদ গ্রামবাসীরা উদ্ধার করে নষ্ট করে দেয় বলে খবর।

চোলাই মদ খেয়ে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৭ সেপ্টেম্বর সাগরদীঘি ব্লকের মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের চাঁদপাড়া আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামে বাবলে হেমব্রম (৪৫) চোলাই মদ খেয়ে মারা যায়। জানা যায় প্রত্যেকদিন গ্রাম্য চোলাই মদ খেতে অভ্যস্ত বাবলে ঘটনার দিন অত্যধিক মদ পান করায় তাঁর মৃত্যু হয়।

মজুরী পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ (১ম পৃষ্ঠার পর)

বর্তমানে ঐ ব্লকের বড়শিমুল গ্রাম পঞ্চায়েতের খোদারামপুর গ্রামের জনৈক বিড়ি মুন্সী সইবুর সেখ সম্বন্ধে শ্রমিকদের অভিযোগ তিনি দুটি বিড়ি কোম্পানীর কাজ পুরো দমে শ্রমিকদের দিয়ে করিয়ে নিয়ে বা কোম্পানীর কাছ থেকে সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিন নিয়মিত পেমেন্ট নিয়েও শ্রমিকদের ঠিক মতো মজুরী দিচ্ছেন না। জানা যায়, সইবুর কল্পনা বিড়ি কোম্পানী ও বেলা বিড়ি কোম্পানীর মুন্সী। নবাবজায়গীর গ্রামের ভূতবাগানে ৪২ জন পি এফ স্বীকৃত শ্রমিক দিয়ে বিড়ি বাঁধায়ের কাজ করে থাকেন। শ্রমিকদের অভিযোগ, ৫-৬ সপ্তাহ কাজ করিয়ে মুন্সী তাঁদের ১ সপ্তাহের মজুরী দেন। এইভাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ শ্রমিকদের মজুরী না দিয়ে দুটি কোম্পানীর কাজ চালু রেখেছেন সইবুর সেখ। শ্রমিকরা তাঁদের ন্যায্য পারিশ্রমিকের জন্য বার বার মুন্সীকে বলেও কোন কাজ হয়নি। এই পরিস্থিতিতে বড় ধরনের কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার আগে বিড়ি কোম্পানী ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবী করছেন বঞ্চিত অসহায় শ্রমিকরা।

জলনিকাশীর কোন উন্নতি হলনা (১ম পৃষ্ঠার পর)

পৌরসভার ৭, ১৩, ১৫ নং ওয়ার্ডগুলির মানুষ এই ড্রেনের উপচে পড়া জলে প্রায় গৃহ বন্দী হয়ে পড়েন। পৌরসভার ভুল সিদ্ধান্তের ফলেই সাধারণ মানুষ আজ চরম দুর্ভোগের শিকার।

বিড়ি শিল্পে সংকট থাকছেই (১ম পৃষ্ঠার পর)

হচ্ছেন। যে সব কোম্পানীর আসামে মার্কেট তারা আসাম সরকারের লাক্সারী ট্যাক্সের আওতায় পড়ে নানা অসুবিধা ভোগ করছেন। অন্যদিকে দিল্লী বাজারেও মন্দাভাব দেখা দিয়েছে। ধূমপান ও গুটকা-খৈনীর উপর সরকারের নিষেধাজ্ঞা কঠোর হওয়ায় বা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মানুষের মধ্যে উত্তরোত্তর সচেতনতা বাড়ায় বাজারে বিড়ির চাহিদা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। সামনে শীতে এমনিতেই বাজার মন্দা থাকে। এই সব কারণে বিড়ি শিল্পে মন্দাভাব দেখা দিয়েছে।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ); পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মহকুমায় পুজো এবার নির্বিঘ্নে (১ম পৃষ্ঠার পর)

ঘটেনি। সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত আকাশে গর্জন থাকলেও বর্ষণ হয়নি। রাস্তায় লোকজনের ভিড় যথেষ্ট ছিল। বিশেষ করে মহকুমা শহর রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে নবমী, দশমীর রাতে ও একাদশীর দুপুর পর্যন্ত জনস্রোত লক্ষ্য করা যায়। দশমীর রাতে জঙ্গিপুর সরস্বতী লাইব্রেরীর পুজো কমিটির সদস্যদের বচসাকে কেন্দ্র করে গন্ডগোলে পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করে। কয়েকজন পালিয়ে যায়। বিভিন্ন ক্লাবের স্বেচ্ছাসেবকরা শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে চেষ্টা করেন। শহরের মোড়ে ও পুজো মন্ডপের ধারে কাছে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। সদর রাস্তা থেকে রিক্সাগুলোকে আশপাশের গলিতে ঢুকিয়ে দিয়ে রাস্তা উন্মুক্ত রাখা হয়। তবে পুজোর আগে মহকুমা শাসকের জারী করা নির্দেশ ব্যর্থ হয়। ৬৫ ডেসিবেল শব্দসীমার মধ্যে 'সাউন্ড লিমিটার' ছাড়া পুজোর মাইক ও চোঙ ব্যবহার করা চলবে না জানানো হলেও ব্যাপক আকারে উচ্চস্বরে মাইকের ব্যবহার হয়েছে। এর সাথে পটকাও ফেটেছে, বাজিও পুড়েছে। উল্লেখ্য, বিদ্যুৎ পরিষেবা অব্যাহত রাখতে স্টেশন সুপারিনটেনডেন্ট গভীর রাত পর্যন্ত হুকিং উদ্ধারে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ছুটে বেড়িয়েছেন। তবুও হুকিং হয়েছে বলে খবর। সাগরদীঘি থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানিয়েছেন—ছোট খাটো ঘটনা ছাড়া পুজো ভালো-ভাবে সম্পন্ন হয়েছে সেখানে। নবমীর দিন বোমার আগুনে কয়েকজন মহিলা দর্শনার্থীর কাপড়ে আগুন লেগে যায় মনিগ্রাম শিবতলাপাড়ার পুজো মন্ডপে। ঐ গ্রামের খাসমহল কাছারির বাসীন্দা যাদব রাজমল্লর ছেলে বোমায় আহত হয়। এছাড়া হরিরামপুর গ্রামের প্রাচীন দুর্গা প্রতিমা দেখতে গিয়ে বোমার আগুনে পশই গ্রামের তিন ভদ্রমহিলার কাপড়ে আগুন লেগে যায়। এই ঘটনায় কয়েকজন আদিবাসী যুবককে দোষী সাব্যস্ত করে গ্রামে বিচার সভা বসে বলে খবর। মনিগ্রাম অঞ্চলের বেপরোয়া চোলাই মদ আশপাশ গ্রামে দুর্গা পুজোর শান্তি ভঙ্গ করে বলে কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেন।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, তসর ও
গরদের ব্লাউজ পিসসহ ছাপা
শাড়ী, মুর্শিদাবাদ পিওর
সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ীর
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

(বিজয় বাঘিড়া, শেষের ঘর)

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯ (এসটিডি ০৩৪৮৩)